BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৫

Lecture Contents

- ধ্বনি পরিবর্তন
- বর্ণের উচ্চারণ
- অক্ষর

ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনি পরিবর্তন:

দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়, একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে।

আদি স্বরাগম (Prothesis):

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।

যেমন- স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis):

মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

যেমন- রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলক, প্রেক > পেরেক।

অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis):

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন- দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি।

অপিনিহিতি (Apenthesis):

পরের ই কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন- আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল।

অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে):

অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন- শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে।

অসমীকরণ (Dissimilation):

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে।

যেমন- টপ্‌টপ্ > টপাটপ, ধপ্‌ধপ্ > ধপাধপ, ফট্‌ফট্ > ফটাফট, চট্‌চট্ > চটাচট।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony):

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- দেশি > দিশি, বিলাতি>বিলিতি।

স্বরসঙ্গতি চার প্রকার-

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. মধ্যগত ৪. অন্যোন্য।

[অপ্রধান এক প্রকার- চলিত বাংলা স্বরসঙ্গতি। যেমন- ইচ্ছা > ইচ্ছে]

প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive):

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regresssive):

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual):

আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন- বিলাতি > বিলিতি।

অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal):

আদ্য ও অন্ত্য দু স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন- মোজা > মুজো।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapology):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

যেমন- জানালা > জালনা।

সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার-

১. আদি, ২. মধ্য, ৩. অন্ত্য।

আদি স্বরলোপ (Aphesis):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিস্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে আদিস্বরলোপ বলে।

যেমন- অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উড়ুম্বর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধ্যা > সঞঝা > সাঁঝ।

ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis):

শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন- বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মুটুক।

সমীভবন (Assimilation):

শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন- ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম।

সমীভবন ৩ প্রকার-

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. অন্যোন্য।

প্রগত সমীভবন (Progressive):

পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন- চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্‌গ, গলদা > গল্লা।

পরাগত সমীভবন (Regressive):

যখন পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন।

যেমন- তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

অন্যোন্য সমীভবন (Mutual):

যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

যেমন- সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissivilation):

দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

যেমন- শরীর > শরীল, লাল > নাল।

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant):

কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে।

যেমন- পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল।

ব্যঞ্জন বিকৃতি:

শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।

যেমন- কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

ব্যঞ্জনচ্যুতি

পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন- বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

অভিশ্রুতি (Umlaut):

বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন: শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো।

অন্তর্হতি

পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি।

যেমন- ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

র-কার লোপ

আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। একে র-কার লোপ বলে।

যেমন- তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

হ-কার লোপ

আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ পাওয়াকে হ-কার লোপ বলে।

যেমন- পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু, আল্লাহু > আল্লা, শাহ > শা।

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির মত অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়- শ্রুতি ও ব-শ্রুতি।

যেমন- মা + আমার = মা (য়) মায়ামার। যা আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ নাওয়া, খাওয়া, নেওয়া ইত্যাদি। য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতিকে ইংরেজিতে Euphonic glides বলে।

এক কথায় উত্তর

১. **পরের 'ই' ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?**
উত্তর: অপিনিহিতি।

২. **মধ্যস্বরাগমের সমার্থক কোনটি?**
উত্তর: বিপ্রকর্ষ।

৩. **যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি 'সিনান' (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয় তার নাম-**
উত্তর: স্বরাগম।

৪. **ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ-**
উত্তর: পিশাচ > পিচাশ।

৫. **আদ্যস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়-**
উত্তর: প্রগত স্বরসঙ্গতি।

৬. **তৎ - হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: পরাগত সমীভবন।

৭. **ফাল্গুন > ফাগুন - ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?**
উত্তর: অন্তর্হিতি।

৮. **'ফলাহার' থেকে ফলার শব্দটি হওয়ার কারণ-**
উত্তর: বর্ণলোপ।

৯. **'স্কুল > ইস্কুল' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
উত্তর: আদি স্বরাগম।

১০. **মধ্য স্বরাগম সমার্থক কোনটি?**
উত্তর: স্বরভক্তি।

১১. **'স্বপ্ন > স্বপন'- ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?**
উত্তর: মধ্যস্বরাগম।

১২. **'ভক্তি > ভকতি'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
উত্তর: মধ্যস্বরাগম।

১৩. **'প্রীতি > পিরীতি'- 'ই' স্বরধ্বনির আগমের মাধ্যমে কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে?**
উত্তর: মধ্য স্বরাগম।

১৪. **'সত্য > সত্যি'- কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: অন্ত্যস্বরাগম।

১৫. **'আজি > আইজ'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে?**
উত্তর: অপিনিহিতি।

১৬. **একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি আসলে কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন বলা হয়?**
উত্তর: অসমীকরণ।

১৭. **'টপ + টপ > টপাটপ'- কোন ধ্বনি পরিবর্তন পক্রিয়া?**
উত্তর: অসমীকরণ।

১৮. **একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?**
উত্তর: স্বরসঙ্গতি।

১৯. **'মিথ্যা > মিথ্যে' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে?**
উত্তর: প্রগত স্বরসঙ্গতি।

২০. **'দেখে > দ্যাখে'- কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: পরাগত স্বরসঙ্গতি।

২১. **মধ্যগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি।

২২. **'উড়ানি > উড়োনি > উড়ুনি'- কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি?**
উত্তর: চলিত ভাষার স্বরসঙ্গতি।

২৩. **চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি কোনগুলো?**
উত্তর: গিলা > গেলা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি।

২৪. **বিশেষ নিয়মের ধ্বনি পরিবর্তন কোনটি?**
উত্তর: উড়নি > উড়ুনি, এখনি > এখুনি।

২৫. **সম্প্রকর্ষের অপর নাম কী?**
উত্তর: স্বরলোপ।

২৬. **'উদ্ধার > উধার' কোন ধরনের স্বরলোপ?**
উত্তর: আদি স্বরলোপ।

২৭. **কোনগুলো অন্ত্যস্বর লোপ?**
উত্তর: আজি > আজ, চারি > চার।

২৮. **ধ্বনি বিপর্যয় কী?**
উত্তর: দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে ধ্বনি বিপর্যয় হয়।

২৯. **ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?**
উত্তর: পিশাচ > পিচাশ, বাক্‌স > বাস্‌ক ইত্যাদি।

৩০. **সমীভবনের প্রধানত কয়টি রীতি?**
উত্তর: ৩টি।

৩১. **'জন্ম > জম্ম' কোন ধরনের পরিবর্তন?**
উত্তর: প্রগত সমীভবন।

৩২. **পূর্ববর্তী 'ক' এর প্রভাবে পরবর্তী 'ব' উচ্চারণে 'ক' তে রূপান্তরিত হয়ে সাম্য লাভ করেছে কোনটি?**
উত্তর: পক্ব > পক্ক।

৩৩. **'কাঁদনা > কান্না'- কোন ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া?**
উত্তর: পরাগত সমীভবন।

৩৪. **দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে?**
উত্তর: বিষমীভবন।

৩৫. **বিষমীভবনের উদাহরণ কোনগুলো?**
উত্তর: শরীর > শরীল, লাল > নাল।

৩৬. **যে রীতিতে 'লেবু' শব্দটি (লেবু > নেবু) শব্দের পরিণত হয় তার নাম কী?**
উত্তর: ব্যঞ্জন বিকৃতি।

৩৭. **'বউ দিদি > বউদি' কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?**
উত্তর: ব্যঞ্জনচ্যুতি।

৩৮. **পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে কী বলে?**
উত্তর: অন্তর্হিতি।

৩৯. **বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তার নাম কী?**
উত্তর: অভিশ্রুতি।

Teacher's Work

১. **নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?** [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ প্রাতিপাদিক ⓚ অভিশ্রুতি
ⓖ অপিনিহিতি ⓖ ধ্বনি-বিপর্যয় — ক

২. **'বড় > বড্ড'-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) বিষমীভবন খ) সমীভবন
গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ) ব্যঞ্জন-বিবৃতি — গ

৩. **অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি?** [৪১তম বিসিএস]
ক) জন্ম > জম্ম খ) আজি > আইজ
গ) ডেক্স > ডেস্ক ঘ) অলাবু > লাবু > লাউ — খ

৪. **কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?**
ক) ইস্কুল খ) আইজ
গ) গেলাস ঘ) ধপাধপ — খ

৫. **'কাঁদনা > কান্না'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?**
ক) অভিশ্রুতি খ) অপিনিহিত
গ) সমীভবন ঘ) বিষমীভবন — গ

বর্ণের উচ্চারণ

স্বরধ্বনি

অ

অ-এর উচ্চারণের রূপ দুই ধরনের। একটি 'অ' (অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি) অন্যটি 'ও' (বা ও-কারের মতো)। যেমন: অত(অতো), শত (শতো), মত (মতো) ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি শব্দের আদ্য-'অ' এর উচ্চারণ অবিকৃত 'অ'। কিন্তু তরুণ (তোরুন্), অতি(ওতি), নদী(নোদি) ইত্যাদি শব্দে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'অ' থাকে না, হয়ে যায় 'ও'।

শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত্যে ব্যবহৃত 'অ' কখনো অবিকৃতভাবে, আবার কখনো বা ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।

আদ্য-অ

১. শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার, 'উ'-কার থাকে, তবে সেই 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অতি(ওতি), গতি (গোতি), অভিধান (ওভিধান), অনুমান (ওনুমান), গরু (গোরু) ইত্যাদি।

২. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: অন্য (ওন্নো), অত্যাচার(ওত্তাচার), কন্যা (কোন্না), গদ্য(গোদ্দো) ইত্যাদি।

৩. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে 'অ' এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অক্ষ (ওক্খো), দক্ষ(দোক্খো), লক্ষ(লোক্খো), বক্ষ(বোক্খো), কক্ষ (কোক্খো) ইত্যাদি।

৪. শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ৃ'(ঋ)-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: বক্তৃতা(বোক্তৃতা), মসৃণ(মোস্সৃন্) ইত্যাদি।

৫. শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র'(্র) ফলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদ্য 'অ'- এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'- কারের মতো হয়। যেমন: গ্রন্থ(গ্রোন্থো), গ্রহ(গ্রোহো), প্রকাশ (প্রোকাশ্) ইত্যাদি।

৬. যে সব রেফ যুক্ত শব্দের বানানে পূর্বে 'য' (য)-ফলা যুক্ত ছিল, বর্তমান বানানে 'য' (য)-ফলা ব্যবহৃত না হলেও সেসব শব্দের আদ্য-'অ' সাধারণত 'ও'- কারের মতো হয়। যেমন: পর্যায় (পোর্জায়্), চর্যাপদ (চোর্জাপদ্) ইত্যাদি।

৭. একাক্ষরিক শব্দের প্রথম 'অ' এবং পরের দন্ত্য-'ন' থাকলে কোথাও কোথাও সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন: মন(মোন্), বন(বোন্) ইত্যাদি। কিন্তু 'ণ' থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : মণ > মন্, পণ >পন্ ইত্যাদি।

৮. নেতিবাচক শব্দের আদিতে 'অ' ব্যবহৃত হলে তার উচ্চারণ অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন: অলস(অলোশ্), অনিকেত(অনিকেত্) অসীম(অশিম্) ইত্যাদি।

৯. দ্বিতীয় বর্ণে 'অ' অথবা 'আ' স্বর সংযুক্ত থাকলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যেমন : কথা (কথা), যত(জতো) ইত্যাদি।

১০. শব্দের শুরুতে 'স' বা 'সহিত' অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'অ' বসলে তার উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। যেমন: সজল (শজল্), সকল(শকল্)।

মধ্য-অ

১. শব্দ-মধ্যস্থিত 'অ', আদ্য 'অ'-এর মতোই ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ-কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, য (য)-ফলার আগে থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অবগতি (অবোগতি), কাকলি (কাকোলি), অতনু (অতোনু), অদম্য(অদোম্মো) ইত্যাদি।

২. তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ'-এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও-কার থাকে, তবে পদ-মধ্যের 'অ'-এর ও-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। যেমন : (আনোন্), আদর(আদোর্), ছাগল(ছাগোল্), কাগজ(কাগোজ্) ইত্যাদি।

৩. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেগুলো পৃথক উচ্চারণে হসন্ত হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য 'অ' রক্ষিত হয়েও ও-কারান্ত রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : বনবাসী(বনোবাকি., দীনবন্ধু (দিনোবোন্ধু) ইত্যাদি।

অন্ত্য-অ

১. বেশ কিছু বিশেষণ বা বিশেষণরূপে পদের অন্ত্য 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : কাল(কালো), ভাল(ভালো), বড় (বড়ো) ইত্যাদি।

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে প্রায়শ অন্তিম 'অ'- এর উচ্চারণ 'ও'-কারান্ত হয়। যেমন: কল-কল (কলো-কলো), ছল-ছল(ছলো- ছলো) ইত্যাদি।

৩. 'আন'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' উচ্চারিত হয় ও-কারান্ত রূপে। যেমন : করান (করানো), লেখান (লেখানো), চালান(চালানো), বলান(বলানো) ইত্যাদি।

৪. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ 'অ'-রক্ষিত হয় এবং 'ও'-কারান্ত উচ্চারণ হয়। যেমন : এগার(অ্যাগারো), বার(বারো), ষোল(শোলো), আঠার (আঠারো) ইত্যাদি।

৫. 'ত'(ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়। যেমন: মত(মতো), গত(গতো), গীত(গিতো), বিদিত(বিদিতো), রক্ষিত (রোক্খিতো) ইত্যাদি।

৬. 'ই' কিংবা 'এ'-কারের পর 'য়' থাকলে, সেই 'য়' হসন্তরূপে উচ্চারিত না হয়ে 'ও'- কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : প্রিয়(প্রিয়ো), দেয়(দেয়ো), অজেয়(অজেয়ো) ইত্যাদি। কিন্তু 'ই' অথবা 'এ'-কারের পরিবর্তে 'অ' বা 'আ' ধ্বনি এলেই 'য়'-এর 'অ' বিলুপ্ত হয় হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: জয়(জয়্), খায়(খায়্), পায় (পায়্) ইত্যাদি।

৭. বিশেষ্যের শেষে 'হ' এবং বিশেষণের শেষে 'ঢ়' থাকলে সাধারণত অন্ত 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন: বিবাহ(বিবাহো), স্নেহ(স্নেহো), গাঢ়(গাঢ়ো) ইত্যাদি।

৮. 'তর', 'তম' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদে অন্তিম 'অ' প্রায়ই ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : উচ্চতর (উচ্চোতরো), বৃহত্তর(বৃহত্তরো), নিম্নতম(নিম্নোতমো) ইত্যাদি।

৯. '-ইব', '-ইল', '-ইতেছ', '-ইয়াছ', '-ইতেছিল', '-ইয়াছিল' ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের অন্তিম 'অ' সাধারণত বিলুপ্ত হয় না, ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন: বলিব (বোলিবো > বোলবো), করিতেছ (কোরিতেছো > কোর্ছো), করিয়াছিল (কোরিয়াছিলো > কোরেছিলো) ইত্যাদি।

১০. শব্দ শেষের 'অ' এর আগে যদি ঐ, ঔ, ং, ঃ, ্-কার থাকে, তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়। যেমন: তৈল(তোইলো), দৈব(দোইবো), বংশ(বংশো), সৌর(শোউরো), কৃশ(কৃশো), দু:খ(দুক্খো) ইত্যাদি।

১১. শব্দান্তে সংযুক্ত বর্ণ থাকলে, সেক্ষেত্রে অন্তিম অ-এর উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন: শক্ত (শক্তো), পদ্য(পোদ্দো), দন্ত(দন্তো), পঙ্ক(পঙ্কো), চিহ্ন(চিন্হো) ইত্যাদি।

আ

১. একাক্ষরবিশিষ্ট শব্দের 'আ'-এর উচ্চারণ কখনো কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমন: আম(আ-ম্), জাম(জা-ম্), রাগ(রা-গ্) ইত্যাদি।

২. শব্দের আদিতে 'জ্ঞ' এবং 'য'(য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আ (া)-কার যুক্ত হলে সেই আ(া)-কারের উচ্চারণ প্রায়শ 'আ'-কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন: জ্ঞান(গ্যাঁন্), খ্যাত(খ্যাতো), জ্ঞাত(গ্যাঁতো), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্) ইত্যাদি।

ই, ঈ, উ, ঊ

বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের ওপর শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় না। আমরা সাধারণত একাক্ষরিক শব্দ বা পদের স্বরধ্বনিকে কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারণ করে থাকি। যেমন : দিন, তিন, চীন, মীন, চুপ, দূর- এসব একাক্ষর শব্দের ই,ঈ, উ, ঊ-কার কিছুটা দীর্ঘ; কিন্তু, দিনা, তিনি, চীনা, মীনা, দূরে প্রভৃতির উচ্চারণ অনেকটা হ্রস্ব। বাংলা উচ্চারণে স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণের প্রভেদ এখন আদৌ অনুসরণ করা হয় না। তাই বাড়ী, বাড়ি, পাখী, পাখি, দীঘি, দিঘি, বধূ, মধু, নদী, যদি-যে বানানেই লেখা হোক না কেন, আমাদের উচ্চারণে এর হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় না। বরঞ্চ বাক্যের পদের অবস্থানভেদে এবং অন্যবিধ কারণে স্বরধ্বনির দীর্ঘ-হ্রস্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে।

ঋ

ঋ-স্বরধ্বনির উচ্চারণ ব্যঞ্জনবর্ণ 'র' এর অনুরূপ। তবে ব্যঞ্জনবর্ণ রি/রী এবং স্বরবর্ণ 'ঋ' এর মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। 'ঋ' উচ্চারণের সময় জিভ আরও বেশি সচল হয় এবং ঠোঁট বেশি কাঁপে। যেমন : ঋতু(রিতু), ঋণ(রিন্), ঋষি(রিশি)।

এ

বাংলা ভাষায় 'এ' (ে) কার লিখিতরূপে একটি হলেও, এর উচ্চারিত রূপ দুটি : 'এ' এবং 'অ্যা'।

শব্দের প্রথমে যদি 'এ'-কার থাকে এবং তারপরে ই(ি), ঈ(ী),উ(ু), ঊ(ূ), এ(ে), ও (ো), য়, র, ল, শ এবং হ থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : একি(একি), মেকি(মেকি), বেশি(বেকি), মেয়ে(মেয়ে), তেতো (তেতো), বেশ (বেশ) ইত্যাদি।

১. শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে যদি 'ং' (অনুস্বার), 'ঙ' কিংবা 'ঙ্গ' থাকে এবং তারপরে 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ), 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে 'এ' রূপান্তরিত হয় 'অ্যা'-কারে। যেমন: বেঙ(ব্যাঙ), নেংটা (ন্যাঙটা), বেঙ্গমা(ব্যাঙ্গোমা) ইত্যাদি।

২. 'এ'-কারযুক্ত একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে আ-প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ'কারের উচ্চারণ 'অ্যা'-কার হয়ে থাকে। যেমন: বেচা (বেচ্ + আ = ব্যাচা), ঠেলা(ঠেল্ + আ = ঠ্যালা), খেলা (খেল্ + আ = খ্যালা), তেলা (তেল্ + আ= ত্যালা) ইত্যাদি।

৩. মূলে 'ই-কার বা 'ঋ'-কার যুক্ত ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'-কার যুক্ত হলে, সেই 'ই'-কার 'এ'-কাররূপে উচ্চারিত হবে, কখনো 'অ্যা'-কার হবে না। যেমন : মেলা (< মিল্), লেখা (< লিখ্), জেলা (< জিলা), এলাকা(< ইলাকা), মেঘ (<মিঘ্), শেখা (<শিখ্) ইত্যাদি।

৪. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ (অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: কে, এ, যে, সে ইত্যাদি।

৫. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'- কার প্রায়শ অবিকৃত 'এ'-কাররূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: বেদ, প্রেম, প্রেরক, রেবা, হেমন্ত, মেধা, চেতনা, ধেনু, মেদিনী, সেতু, মেরু ইত্যাদি।

৬. সাধারণত শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে 'অ' এবং 'আ' থাকলে 'এ'-কারের 'অ্যা'-কাররূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে সমধিক। কিন্তু ওই 'অ' কিংবা 'আ' -এর পরিবর্তে 'ই'-কার, 'উ'-কার কিংবা 'এ' কারের মতো স্বরধ্বনি এলেই 'এ'-কার তার নিজস্ব উচ্চারণে ফিরে যায়। যেমন: এখন(অ্যাখোন্), কেমন(ক্যামোন্), এক(অ্যাক্), কেন(ক্যানো), যেন(জ্যানো), তের(ত্যারো), ভেড়া (ভ্যাড়া), চেলা (চ্যালা) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ জটিলতা নানাবিধ। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে : কতকগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে যেগুলোর উচ্চারিত রূপ এবং লিখিত রূপ একরকম নয়। তাছাড়া আছে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির বিচিত্র উচ্চারণ-সমস্যা। নিম্নে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের সূত্রগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো :

ঙ

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঙ' এর উচ্চারিত রূপ হচ্ছে অনুস্বারের মতো : 'অঙ্' । আধুনিক ভাষায় ঙ-এর যুক্তরূপ এবং স্বতন্ত্র উচ্চারণে কোন প্রভেদ নেই । যেমন : রঙ, রাঙা, বেঙ ইত্যাদি ।

ঞ

১. 'ঞ' এর উচ্চারণ সাধারণত অনুনাসিক 'য়ঁ' অর্থাৎ 'ইঁঅঁ' রূপে হয়ে থাকে । যেমন: মিঞা(মিয়াঁ), ভূঞা(ভুঁইয়া) ইত্যাদি ।

২. 'ঞ' সাধারণত 'চ'-বর্গের চারটি বর্ণের পূর্বে যুক্তাবস্থায় ব্যবহৃত হয় । তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'চ'- এর পরে বসে এবং বাংলা উচ্চারণে দন্ত্য 'ন'-এর মতো হয় । যেমন: পঞ্চ(পন্‌চো), ব্যঞ্জন(ব্যান্‌জোন্), অঞ্চল(অন্‌চল্) ইত্যাদি ।

জ্ঞ (ঞ + জ)

'জ্ঞ'-যুক্তধ্বনিতে 'জ্ঞ' এর উচ্চারণ 'ন' হলেও 'জ'- এর উচ্চারণ অবিকৃত, কিন্তু জ্ + ঞ = 'জ্ঞ' -তে 'জ' এবং 'ঞ' বর্ণ দুটির কোনটিরই উচ্চারণ নেই । সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'জঞ' (অনেকটা 'জ্যা' এর মতো) । কিন্তু বাংলায় শব্দের আদিতে এর উচ্চারণ হয় অনেকটা 'গঁ' বা 'গ্যঁ' এর মতো । আর শব্দের মধ্যে ও অন্তে উচ্চারিত হয়ে 'গগঁ' এর মতো । যেমন: জ্ঞান(গ্যাঁন্), জ্ঞাপন(গ্যাঁপন্), বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন), অজ্ঞ (অগ্‌গোঁ), বিশেষজ্ঞ(বিশেশোগ্‌গোঁ) ইত্যাদি ।

ণ

'ণ' ও 'ন'এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন । যেমন : রণ(রন্), পাষাণ(পাশান্), তরুণ(তোরুণ) ইত্যাদি ।

য

বাংলা ভাষায় 'য' এবং 'জ' এর উচ্চারণে ততটা পার্থক্য নেই । 'য' উচ্চারিত হয় 'জ' রূপে । যেমন : যম(জম্), জামাই(জামাই), যখন(যখোন্), যত(যতো), যুক্তি(জুক্‌তি), জল (জল্) ইত্যাদি ।

শ, ষ, স

এ তিনটি 'শ' বাংলা ভাষার উচ্চারণে কেবল বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত । আসলে এ তিনটিই 'শ' রূপে উচ্চারিত হয় ।

১.'ন' এবং 'র'-এ সঙ্গে যুক্তরূপে শ এর উচ্চারণ সর্বত্র ইংরেজি S এর মতো । যেমন: প্রশ্ন(প্রোসনো), শ্রী(স্রি) ইত্যাদি ।

২. শ এর সঙ্গে 'ঋ' কিংবা 'ল' যুক্ত করলে 'শ' উচ্চারণ এর মতো হবে । যেমন: শৃগাল(সৃগাল্), অশ্লীল(অস্‌স্লিল্) ইত্যাদি ।

৩. শ-এর সঙ্গে ব-ফলা এবং য-ফলা যুক্ত করলে শ-এর উচ্চারণ এর মতো হবে । যেমন: বিশ্ব(বিশ্‌শো), দৃশ্য (দৃশ্‌শো) ইত্যাদি ।

৪. ষ-এর অন্তে ক, ণ, প, ফ এবং ম যুক্ত করলে ষ-এর উচ্চারণ সর্বত্র শ-এর মতো হয় । যেমন : গ্রীস্ম(গ্রিস্‌শোঁ), পরিষ্কার(পোরিশ্‌কার্) ইত্যাদি ।

ং (অনুস্বার)

বাংলা ভাষায় ং (অনুস্বার)-এর উচ্চারণ সর্বত্র 'অঙ' এর মতো । যেমন : বংশ(বঙ্‌শো), মাংস(মাঙ্‌শো), রং (রঙ্), সংজ্ঞা(শঙ্‌গাঁ) ইত্যাদি ।

ঃ (বিসর্গ)

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঃ' (বিসর্গ) এর উচ্চারণ সাধারণত হয় না । তবে শব্দের অন্তে বিসর্গ থাকলে শেষের অ-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়ে থাকে । যেমন : পুনঃ (পুনো), প্রণতঃ (প্রোনতো) ইত্যাদি ।

পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে বিসর্গ-পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় । যেমন: নিঃশেষ (নিশ্‌শেশ্), দুঃখ(দুক্‌খো), দুঃসময়(দুশ্‌শময়্), অতঃপর (অতোপ্‌পর্) ইত্যাদি ।

ঁ (চন্দ্রবিন্দু)

চন্দ্রবিন্দু একটি অনুনাসিক বর্ণ । অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনায় । বাংলাদেশের সর্বত্র এ উচ্চারণ নিখুঁত হয় না । কিন্তু এর উচ্চারণবিকৃতির জন্য অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় । যেমন: কাদা (কর্দম), কাঁদা(কান্না), শাখা(ডাল), শাঁখা(শঙ্খ), পাক(পবিত্র), পাঁক(পঙ্ক), গাঁদা(ফুল বিশেষ), গাদা (ঠাসা) ইত্যাদি ।

ব-ফলা

১. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে 'ব'-ফলার কোন উচ্চারণ হয় না । যেমন: স্বদেশ(শদেশ্), ত্বক(তক্), ধ্বনি (ধোনি), স্বামী (শামি) ইত্যাদি ।

২. পদের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় । যেমন : বিশ্ব (বিশ্‌শো), বিদ্বান (বিদ্‌দান্), দাসত্ব (দাশোত্‌তো), অশ্ব (অশ্‌শো) ইত্যাদি ।

৩. বাংলা শব্দে 'ক্' থেকে সন্ধির সূত্রে আগত 'গ্' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব' এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে । যেমন: দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক্), দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়্), ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ্) ইত্যাদি ।

৪. উৎ(উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ(দ্)-এর সঙ্গে 'ব'-ফলার 'ব' বাংলা উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে । যেমন : উদ্বোধন (উদ্‌বোধন্), উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্), উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু), উদ্বিগ্ন (উদ্‌বিগ্‌নো) ইত্যাদি ।

৫. 'ব' এবং 'ম' এর সঙ্গে 'ব'ফলা যুক্ত হলে সেই 'ব' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে । যেমন: সাব্বাশ(শাব্‌বাশ্), তিব্বত(তিব্‌বত্), লম্ব (লম্‌বো), সম্বর্ধনা(শম্‌বরধোনা) ইত্যাদি ।

৬. যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে 'ব'-ফলার উচ্চারণ হয় না, তবে সে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে । যেমন: উজ্জ্বল (উজ্‌জল্), উচ্ছ্বাস (উচ্‌ছাস্) ইত্যাদি ।

ম-ফলা (ম্)

১. পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ম-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোন উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে ম-ফলাযুক্ত বর্ণটি সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে । যেমন : শ্মশান (শঁশান), স্মৃতি (সৃঁতি), স্মারক (শাঁরোক্) ইত্যাদি ।

২. পদের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলা সংযুক্ত বর্ণের সাধারণত দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় । এই 'ম' যেহেতু অনুনাসিক ধ্বনি সেজন্য দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটির সাধারণত সামান্য নাসিক্য প্রভাবিত হয় । যেমন : ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ), ভস্ম (ভশ্‌শোঁ), মহাত্মা (মহাত্‌তাঁ) ইত্যাদি ।

৩. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বগ্র 'ম'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না । গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম, ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম' এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে । যেমন : যুগ্ম (জুগ্‌মো), কুট্মল(কুট্‌মল্), মৃন্ময়(মৃন্‌ময়্), উন্মাদ(উন্‌মাদ্), সম্মান(শম্‌মান্), বাল্মীকি (বাল্‌মিকি) ইত্যাদি ।

৪. যুক্ত ব্যাঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোন উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণটিকে প্রমিত উচ্চারণে সামান্য আনুনাসিক করে তোলে । যেমন : লক্ষ্মণ (লক্‌খোঁন্), সূক্ষ্ম(শুক্‌খোঁ) ইত্যাদি ।

৫. কতকগুলো কৃতঋণ শব্দের উচ্চারণে ম-এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। যেমন: কুষ্মা-(কুশ্‌মানডো), কাশ্মীর(কাশ্‌মির্) ইত্যাদি।

য-ফলা (্য)

১. পদের প্রথম বর্ণের 'য'-ফলা (্য) যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যর্থ(ব্যারথো), ব্যবস্থা(ব্যাবোস্‌থা), ব্যথা (ব্যাথা), ব্যবসা(ব্যাব্‌শা), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্), ন্যায় (ন্যায়্) ইত্যাদি।

২. পদের আদ্য বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত য-ফলার পরে যদি/ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত অ্যা-কার না হয়ে 'এ'-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যতীত (বেতিতো), ব্যক্তি(বেক্‌তি), ব্যতিক্রম(বেতিক্‌ক্রোম), ব্যক্তিত্ব(বেক্‌তিত্‌তো) ইত্যাদি।

৩. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার কোন উচ্চারণ হয় না। যেমন: সন্ধ্যা(শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য(শাস্‌থো), অন্ত্য(অন্‌তো) ইত্যাদি।

৪. পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে-য-ফলা সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দুবার উচ্চারিত হয়। যেমন: অদ্য(ওদ্‌দো), মধ্য (মোদ্‌ধো), শস্য(শোশ্‌শো), কন্যা(কোন্‌না), বন্যা(বোন্‌না), গদ্য(গোদ্‌দো) ইত্যাদি।

র-ফলা (্র)

১. র-ফলা যদি পদের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তবে সে বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হবে। যেমন : বিদ্রোহ (বিদ্‌দ্রোহো), রাত্রি(রাত্‌ত্রি), ছাত্র (ছাত্‌ত্রো), তীব্র(তিব্‌ব্রো), ধাত্রী(ধাত্‌ত্রি) ইত্যাদি।

২. পদের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা সংযুক্ত হলে ওই বর্ণের উচ্চারণ ও-কারান্ত হবে। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো), ব্রত (ব্রোতো), শ্রম (স্রোমো) ইত্যাদি।

৩. সংযুক্ত বর্ণে র-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : কেন্দ্র (কেনদ্রো), যন্ত্র (জন্‌ত্রো), অস্ত্র (অস্‌ত্রো)।

ল-ফলা ()

১. পদের আদিতে -ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে এবং কোন দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : ক্লান্ত(ক্লান্‌তো), ম্লান(ম্লান্), প্লাবন(প্লাবোন্), ক্লেশ (ক্লেশ্) ইত্যাদি।

২. ল-ফলা যুক্ত সংযুক্ত বর্ণ পদের মধ্যে বা অন্তে বসলে তার উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : অশ্লীল (অস্‌স্লিল), আশ্লেষ (আস্‌স্লেশ্), অম্ল(অম্‌ম্লো) ইত্যাদি।

হ-সংযুক্ত বর্ণ

'হ' যখন স্বাধীন বর্ণরূপে পদে ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু এই বর্ণটি যখনর ঋ, ণ, ন, ম, য, র, ল, ব ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মতো ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন :

১. হ + ঋ(ৃ) : হৃদয় (যৎরদয়),সুহৃদ (সুযৎদ), হৃদপি- (যৎরত্‌পিন্‌ডো) ইত্যাদি। এখানে 'হ' এর উচ্চারণ 'হিরি' বা কেবল 'রি' নয়, মহাপ্রাণ ওযৎব্র।

২. হ + র (্র) :হ্রদ (ৎযঅদ্),হ্রাস (ৎযধশ্), হ্রেষা (ৎযবশা) ইত্যাদি। এখানে 'হ' এর উচ্চারণ 'হর' বা 'রহ' নয় 'রহ্' ঋঙৎব্র।

৩. হ + ণ/ন : অপরাহ্ণ(অপোরান্‌হযড়), মধ্যাহ্ন (মোদ্‌ধান্‌হযড়) ইত্যাদি।

৪. হ + ম : ব্রাহ্মণ (ব্রাম্‌সযড়ন্), ব্রাহ্ম (ব্রাম্‌সযড়) ইত্যাদি।

৫. হ + য (্য) : উহ্য (উজ্‌ঝো), দাহ্য(দাজ্‌ঝো), সহ্য (শোজ্‌ঝো)।

৬. হ + ল : আহ্লাদ (আল্‌ষযধদ্)।

৭. হ + ব : আহ্বান (আওভান), জিহ্বা(জিউভা) ইত্যাদি।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অত্যন্ত	ওত্‌তোন্‌তো	চক্রবাক	চক্‌ক্রোবাক্
অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	চর্যাপদ	চোর্‌জাপদ
অত্যাচার	ওত্‌তাচার	প্রথম	প্রোথোম্
অধ্যাপক	ওদ্+ধাপোক	প্রজ্ঞা	প্রোগ্‌গাঁ
অদ্য	ওদ্‌দো	পদ্ম	পদ্‌দোঁ
অভিজ্ঞ	ওভিগ্‌গোঁ	পদ্য	পোদ্‌দো
অঙ্গুলি	ওঙ্‌গুলি	বিহ্বল	বিউভল্
অভিধান	ওভিধান্	নদী	নোদি
অসীম	অশিম্	পুনঃপুনঃ	পুনোপ্‌পুনো
অনিঃশেষ	অনিশ্‌শেশ্	পদ্য	পোদ্‌দো
আহ্বান	আওভান্	দুঃসাহস	দুশ্‌শাহোশ্
আবৃত্তি	আবৃত্‌তি	দক্ষ	দোক্‌খো
আত্মহত্যা	আত্‌তোঁহোত্‌তা	দ্বিপ্রহর	দিপ্‌প্রোহর্
এক	অ্যাক্	দীনবন্ধু	দিনোবোনধু
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	নাগরিক	নাগোরিক
ঐকমত্য	ওইকোমত্‌তো	ব্যাখ্যা	ব্যাক্‌খা
ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্‌গোঁপ্‌তি
ঔষধ	ওউশধ্	যুগ্ম	জুগ্‌মো

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
আত্মীয়	আত্‌তিয়োঁ	রূপসী	রু+পোশি
উদাহরণ	উদাহরোন্	সহস্র	শহোস্‌স্রো
ঋগ্বেদ	রিগ্‌বেদ্	সংরক্ষণ	শঙ্‌রোক্‌খোন্
এখন	অ্যাখোন্	স্মর্তব্য	শঁর্‌তোব্‌বো
একা	অ্যাকা	মন	মোন্
কক্ষ	কোক্‌খো	চিহ্ন	চিন্‌হো
খাদ্য	খাদ্‌দো	সমন্বয়	শমোন্‌নয়
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্‌শোঁকাল্	সাহায্য	শাহাজ্‌জো
জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি	সংগীত	শোঙ্‌গিত্
জ্ঞাত	গ্যাঁতো	সদস্য	শদোশ্‌শো
তটিনী	তোটিনি	স্বাগত	শাগতো
সরণ	শরোন্	সংগ্রহ	শঙ্‌গ্রোহো
রক্ষক	রোক্‌খোক্	লক্ষণ	লোক্‌খোন
চলন্ত	চলোন্‌তো	শুস্ক	শুশ্‌কো
ছাত্র	ছাত্‌ত্রো	শুল্ক	শুল্‌কো
গণিত	গোনিতো, গোনিত্	ষান্মাসিক	শান্‌মাশিক্
চরিত্র	চোরিত্‌ত্রো	সন্ধ্যা	শোন্‌ধা

এক কথায় উত্তর

১. অ-ধ্বনি উচ্চারণে রূপ কয়টি?
উত্তর: ২টি ।

২. 'যুগ্ম' শব্দের উচ্চারণ কী?
উত্তর: জুগ্‌গো ।

৩. বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কারের উচ্চারণ কেমন হয়?
উত্তর: হ্রস্ব ।

৪. 'অ' বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণের উদাহরণ-
উত্তর: অনেক, কথা, অনাথ ।

৫. 'জ্ঞাত' শব্দের উচ্চারণ কী?
উত্তর: গ্যাঁতো ।

৬. 'ঋ' বর্ণের উচ্চারণ কী?
উত্তর: 'রি' ।

৭. ফলা হিসেবে 'ধ' বর্ণের উচ্চারণ কেমন?
উত্তর: স্বাতন্ত্র্য ।

৮. শব্দের প্রথমে 'ম'- ফলার উচ্চারণ কী?
উত্তর: 'ম' ফলার উচ্চারণ হয়না ।

৯. 'বিদ্রোহ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: বিদ্‌দ্রোহো ।

১০. 'ষ' বর্ণের উচ্চারণ কেমন?
উত্তর: সব সময় 'শ' ।

১১. 'ঊনবিংশ' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: উনোবিঙ্‌শো ।

১২. প্রথমে 'অ' এরপর 'ই'-কার, 'উ'-কার থাকলে তার উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: 'ও' কারের মতো ।

১৩. 'অ' যদি ও কারের মতো উচ্চারণ হয় তাহলে-
উত্তর: সংবৃত ।

১৪. 'গ্রন্থ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী?
উত্তর: গ্রোন্‌থো ।

১৫. শব্দের শুরুতে 'স' বা 'সহিত' অথবা 'সম্পূর্ণ' অর্থে 'অ' বসলে তার উচ্চারণ হবে-
উত্তর: স্বাভাবিক ।

১৬. 'বক্তৃতা' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: বোক্‌তৃতা ।

১৭. 'বিশেষজ্ঞ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: বিশেশোগ্‌গোঁ ।

১৮. আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঙ' এর উচ্চারিত রূপ কী হবে?
উত্তর: অনুস্বারের মতো ।

১৯. 'ঞ' এর উচ্চারণ কী?
উত্তর: য়ঁ/ইঁঅ ।

২০. 'নিঃশেষ' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: নিশ্‌শেশ্‌ ।

২১. 'আহ্বান' শব্দে সঠিক উচ্চারণ কী?
উত্তর: আওভান ।

২২. 'কর্তব্য' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: কর্‌তোব্‌বো ।

২৩. 'অক্ষর' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কী?
উত্তর: ওক্‌খোর ।

২৪. 'অত্যুক্তি' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর: ওত্‌তুক্‌তি ।

২৫. 'পরিতুষ্ট' শব্দের ঠিক উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: পোরিতুশ্‌টো ।

২৬. 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর: প্রোবোন্‌ধো ।

২৭. 'বিহ্বল' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: বিউ্‌ভল্‌ ।

২৮. 'উদ্যোক্তা' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর: উদ্‌দোক্‌তা ।

২৯. 'অপরাহ্ণ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী?
উত্তর: অপোরান্‌হো ।

৩০. 'ব্রহ্মাণ্ড' শব্দের উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর: ব্রোম্‌হান্‌ডো ।

৩১. 'আবৃত্তি' শব্দের উচ্চারণ কী?
উত্তর: আবৃত্‌তি ।

Teacher's Work

১. 'মণিমঞ্জুষা' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ হলো- [Karmasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]
ⓚ মনিমোঞ্জুশা ⓚ মণিমোনজুসা ⓖ মোণিমোনজুষা ⓘ মোনিমোন্‌জুশা — ঘ

২. 'বিহ্বলতা'র প্রমিত উচ্চারণ হলো- [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
ক বিহভলতা খ বিউভলতা গ বিওভলোতা ঘ বিওভোলতা — খ

৩. 'সন্তরণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো- [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
ক সন্‌তোরন খ শন্‌তরোন্‌ গ শন্‌তরন্‌ ঘ সন্তরোন্‌ — গ

৪. 'আহবান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি? [Janata Bank Ltd. AEO-19]
ক আওভান খ আহ্বান গ আহবান ঘ আবহান — ক

অক্ষর

অক্ষর হচ্ছে বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। ইংরেজিতে বলা হয় সিলেবল (Syllable)। অর্থাৎ কোনো শব্দের যতটুকু অংশ একটানে বা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয়, তাকে বাংলা ভাষায় অক্ষর বলে। যেমন- 'চিরজীবী' শব্দে ৪টি অক্ষর রয়েছে: চি, রো, জী, বী এবং নির্জন শব্দে ২টি অক্ষর: নির্-জন, ইংরেজি ভাষায় অক্ষরকে syllable বলা হয়।

সাধারণ অর্থে অক্ষর বলতে বর্ণ বা হরফ (Letter)-কে বোঝালেও অক্ষর ও বর্ণ পরস্পরের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ নয়। বর্ণ বা হরফ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ বা ধ্বনি-নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক। ভাষাতাত্ত্বিকরা অক্ষরকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

- ‘নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষস্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয়, তাকেই সিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে।’ -মুহম্মদ আব্দুল হাই
- ‘কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি একসময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে।’ -ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- ‘এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টির নাম অক্ষর (সিলেবল)।’ উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে অক্ষর দুই প্রকার-

১.মুক্তাক্ষর/স্বরান্ত অক্ষর:	যে অক্ষর উচ্চারণে কোন বাধা পায় না তাকে মুক্তাক্ষর বলে। মুক্তাক্ষরের চিহ্ন হলো (◡) এরূপ।
২.বদ্ধাক্ষর / ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর	অক্ষর উচ্চারণে বাধা পায় তাকে বদ্ধাক্ষর বলে। বদ্ধাক্ষরের চিহ্ন হলো এরূপ —।

বদ্ধাক্ষর এবং মুক্তাক্ষরের চিহ্নসহ উদাহরণ

তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলো। উল্লিখিত বাক্যে মোট ১১টি অক্ষর আছে। তোম, সাম, নের এ ৩টি হলো বদ্ধাক্ষর। কেননা এগুলো স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারণ করতে বাধা প্রাপ্ত হয়। রা, দি, কে, এ, গি, য়ে, চ, লো -এ ৮টি মুক্তাক্ষর। কেননা এগুলো উচ্চারণে কোন বাধা নেই।

এক কথায় উত্তর

১. **এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টির নাম কী?**
উত্তর: অক্ষর।

২. **অক্ষর কয় প্রকার?**
উত্তর: ২ প্রকার।

৩. **যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তার নাম কী?**
উত্তর: স্বরান্ত অক্ষর।

৪. **শব্দের যতটুকু অংশ একটানে বা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয় তার নাম কী?**
উত্তর: অক্ষর।

৫. **যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে কী বলে?**
উত্তর: ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

৬. **“কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি একসময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে”- এ উক্তিটি কে করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৭. **উচ্চারণের একক কী?**
উত্তর: অক্ষর।

Teacher’s Work

১. **অক্ষর কী?**
ক বর্ণ খ ধ্বনি গ বাক্য ঘ কথার টুকরো অংশ — ঘ

২. **নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে?** [৪১তম বিসিএস]
ক যৌগিক খ অক্ষর গ বর্ণ ঘ মৌলিক স্বরধ্বনি — খ

৩. **অক্ষর অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে কোন ধরনের লেখা বলে?**
ক বর্ণভিত্তিক খ অক্ষরভিত্তিক গ ভাবাত্মক ঘ ভাষাভিত্তিক — খ

Unique Question for Student Practice

১. **পরের ‘ই’ কার ও ‘উ’ কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?**
ক স্বরাগম খ বিপ্রকর্ষ গ অপিনিহিতি ঘ অভিশ্রুতি — গ

২. **একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?**
ক সম্প্রকর্ষ খ পরাগত গ স্বরসঙ্গতি ঘ অসমীকরণ — ঘ

৩. **কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?**
ক গামছা খ মশারি গ লুঙ্গি ঘ চাদর — ক

৪. **শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
ক স্বরলোপ খ বিষমীভবন গ অভিশ্রুতি ঘ বর্ণ বিকৃতি — খ

৫. **‘ফলাহার’ থেকে ‘ফলার’ শব্দটি হওয়ার কারণ-**
ক ধ্বনি বিপর্যয় খ বর্ণদ্বিত্ব গ বর্ণাগম ঘ বর্ণলোপ — ঘ

৬. **পর্তুগিজ ‘আনানস’ বাংলায় ‘আনারস’ এটি কী ধরনের পরিবর্তন?**
ক সাদৃশ্য খ বৈসাদৃশ্য গ অর্থগত ঘ ধ্বনিতাত্ত্বিক — ঘ

৭. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-
(ক) অভিকর্ষ (খ) অভিশ্রুতি
(গ) ক্ষীণায়ন (ঘ) বিপ্রকর্ষ **গ**

৮. নিচের কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?
(ক) রিসকা (খ) বিলিতি
(গ) শেয়াল (ঘ) ইসকুল **ক**

৯. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?
(ক) শরীল > শরীর (খ) হংস > হাঁস
(গ) লাফ > ফাল (ঘ) দুর্গা > দুগ্‌গা **গ**

১০. কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা কিসের উদাহরণ?
(ক) ধ্বনি বিপর্যয় (খ) অভিশ্রুতি
(গ) ব্যঞ্জন চ্যুতি (ঘ) ব্যঞ্জন বিকৃতি **ঘ**

১১. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কি?
(ক) মাছ + ও (খ) মাছ + উয়া > ও
(গ) মাছি + উয়া > ও (ঘ) মেছ + ও **খ**

১২. ভাষার পরিবর্তন কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
(ক) শব্দের পরিবর্তনের সাথে (খ) বাক্যের পরিবর্তনের সাথে
(গ) ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে (ঘ) পদ পরিবর্তনের সাথে **গ**

১৩. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?
(ক) পিরীতি (খ) বিলিতি
(গ) বসতি (ঘ) উড়নি **ক**

১৪. কোনটি আদি স্বরাগম?
(ক) স্নেহ > সিনেহ (খ) রত্ন > রতন
(গ) স্ত্রী > ইস্ত্রী (ঘ) গ্রাম > গেরাম **গ**

১৫. স্বরভক্তির অপর নাম কী?
(ক) অভিশ্রুতি (খ) অন্ত্যস্বরাগম
(গ) অপিনিহিতি (ঘ) বিপ্রকর্ষ **ঘ**

১৬. 'মধ্য স্বরাগম'- এর অপর নাম কী?
(ক) অসমীকরণ (খ) বিপ্রকর্ষ
(গ) বিষমীভবন (ঘ) সমীভবন **খ**

১৭. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?
(ক) বিপ্রকর্ষ (খ) স্বরসঙ্গতি
(গ) অভিশ্রুতি (ঘ) সমীভবন **ক**

১৮. কোনটির স্বরভক্তির উদাহরণ?
(ক) বিলিতি (খ) বউদি
(গ) পোক্ত (ঘ) পেরেক **ঘ**

১৯. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
(ক) বাক্য > বাইক্য (খ) সত্য > সত্যি
(গ) করিয়া > কইর‍্যা (ঘ) ধূলা > ধূলো **খ**

২০. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
(ক) উড়ুনী (খ) রাইত
(গ) জালুয়া (ঘ) ছাওয়া **খ**

২১. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
(ক) সৃতিশোউধ্ (খ) সৃতিসোউধো
(গ) সৃঁতিশোউ্ধো (ঘ) সৃঁতিশোউধ্ **গ**

২২. 'ব্রহ্মাণ্ড'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) ব্রোম্‌হান্‌ডো (খ) ব্রম্‌হান্‌ডো
(গ) ব্রম্‌হান্‌ড (ঘ) ব্রমহন্ড **ক**

২৩. 'কিংবদন্তি'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) কিঙ্‌বদন্‌তি (খ) কিঙ্‌বদোন্‌তি
(গ) কিংবদোন্‌তি (ঘ) কিংবদনতি **খ**

২৪. 'পরিতুষ্ট'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) পরিতুশ্‌টো (খ) পরিতুশ্‌ট
(গ) পোরিতুশ্‌টো (ঘ) পরিতুস্‌টো **গ**

২৫. 'তত্ত্বাবধান'-এর সঠিক উচ্চারণ–
(ক) তত্যাবধান্ (খ) তত্‌তাবধান্
(গ) তৎতাবধান্ (ঘ) তৎতাবদান্ **খ**

২৬. 'অপরাহ্ণ'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) অপোরান্‌হো (খ) অপরান্‌হো
(ক) অপরান্‌হ (ঘ) অপরাহ্ণ **ক**

Home Work

১. বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ অবস্থানে থাকে? [৪৬তম বিসিএস]
(ক) আ (খ) এ
(গ) উ (ঘ) ও **গ**

২. স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) একাক্ষর (খ) মুক্তাক্ষর
(গ) বদ্ধাক্ষর (ঘ) মুক্তাক্ষর **খ**

৩. ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয় এর দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) রতন (খ) কবাট
(গ) পিচাশ (ঘ) মুলুক **গ**

৪. বড় > বড্ড –এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) বিষমীভবন (খ) সমীভবন
(গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (ঘ) ব্যঞ্জন-বিকৃতি **গ**

৫. অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) জন্ম > জম্ম (খ) আজি > আইজ
(গ) ডেস্ক > ডেসক (ঘ) অলাবু > লাবু > লাউ **খ**

৬. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) প্রাতিপদিক (খ) অভিশ্রুতি
(গ) অপিনিহিতি (ঘ) ধ্বনি বিপর্যয় **ক**

৭. উচ্চারণের একক (Unit)-কে বলা হয়? [ক.অ.জে.(সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক) '২২]
(ক) অক্ষর (খ) অনুসর্গ
(গ) উপসর্গ (ঘ) ধ্বনি **ক**

৮. 'প্রথম > পরথম' কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক) '২২; বা.ক্যা. ই.ক. (সহকারী প্রকৌশলী (কমার্শিয়াল) ও সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) '২১]
(ক) অসমীকরণ (খ) অপিনিহিতি
(গ) বিপ্রকর্ষ (ঘ) স্বরসাম্য **গ**

৯. দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে? [প.ম. (সহকারী পরিচালক)'২৩]
(ক) সমীভবন (খ) বিষমীভবন
(গ) অপিনিহিতি (ঘ) অসমীকরণ **খ**

১০. 'সত্য' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. JO-2019]
ক শোত্যত খ শত্য
গ সোততো ঘ শোত্তো ঘ

১১. 'গ্রাহ্য' শব্দের সঠিক উচ্চারণগত বানান হলো- [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]
ক গ্রাজ্‌ঝো খ গাম্‌মো
গ গামমো ঘ গ্রামোমো ক

১২. লোকজ শব্দ 'দইয়াল' এর প্রমিত রূপ হলো- [Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
ক দেওয়াল খ দয়াল
গ দোয়েল ঘ দইওয়ালা গ

১৩. 'মনীষা' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. TAJO Cash-2019]
ক মোনিশা খ মোনিষা
গ মোনীশা ঘ মনিসা ক

১৪. 'স্বজন' শব্দের ঠিক উচ্চারণ- [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
ক সজন খ সজোন
গ শজন্‌ ঘ শজোন্‌ ঘ

১৫. কোনটিতে ব-ফলার উচ্চারণ বহাল রয়েছে? [ঢাবি-ক ২১-২২]
ক বিধ্বস্ত খ উদ্বেগ
গ স্বত্ব ঘ দ্বন্দ্ব খ

১৬. 'তমিস্রা' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ- [ঢাবি-খ ২১-২২]
ক তমিস্‌স্রা খ তমিস্‌রা
গ তোমিস্‌রা ঘ তোমিস্‌স্রা ঘ

১৭. 'আহ্বান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কী? [রাবি-এ১ ২১-২২]
ক আহবান খ আবহান
গ আহ্‌বান ঘ আওভান্‌ ঘ

১৮. 'মগজ' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ- [রাবি-এ২ ২১-২২]
ক মোগজ খ মগোজ্‌
গ মগজ ঘ মোগোজ খ

১৯. সৌধ শব্দের সঠিক উচ্চারণ- [রাবি-এ৩ ২১-২২]
ক সৌউধ্‌ খ শোউধ্‌
গ সোউধো ঘ শোউ্‌ধো ঘ

২০. 'অক্ষর' হচ্ছে- [পিটিআই এর ইন্সট্রাক্টর'১৯]
ক শব্দের অংশ খ পদের অংশ
গ বাক্যের অংশ ঘ ধ্বনির অংশ ক

২১. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা'১৬]
ক ধ্বনি খ যতি
গ মাত্রা ঘ ছেদ গ

২২. উচ্চারণের একক কী? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক- ২০১৩]
ক বর্ণ খ ধ্বনি
গ অক্ষর ঘ শব্দ গ

২৩. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী- '১৪]
ক লাফ > ফাল খ প্রীতি > পিরীতি
গ দেশি > দিশি ঘ লাল > নাল ঘ

২৪. দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তনকে বলে-[বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার- '১৫]
ক স্বরসঙ্গতি খ বিষমীভবন
গ ধ্বনি বিপর্যয় ঘ ব্যঞ্জন বিকৃতি গ

২৫. অন্যোন্য সমীভবনের একটি দৃষ্টান্ত হলো- [Probashi Kallyan Bank Officer (General- 2021]
ক বড্ড খ উচ্ছ্বাস
গ বিলিতি ঘ ফাগুন খ

২৬. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী সচিব- ২০০৪]
ক হইবে > হবে খ রাত্রি > রাইত
গ দেশি > দিশি ঘ হস্ত > হত্ত গ

২৭. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন দ্বারা কোন শব্দটি গঠিত হয়েছে?
ক ফিটফিট খ সরাসরি
গ ছটফট ঘ খটাখট গ

২৮. 'বিলাতি > বিলিতি' কিসের উদাহরণ? [Janata & Rupali Bank Ltd. Officer General-2019]
ক মধ্য স্বরাগম খ অপিনিহিতি
গ প্রগত ঘ মধ্যগত ঘ

২৯. 'সমাবর্তন' শব্দে কয়টি অক্ষর? [Janata Bank Executive Officer : 2017]
ক সাত খ ছয় গ পাঁচ ঘ চার ঘ

৩০. 'Prothesis' এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? [বেপজা (BEPZA)-এর সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২১]
ক অন্তস্বরাগম খ অপিনিহিতি
গ আদি স্বরাগম ঘ অসমীকরণ গ

৩১. গ্রাম > গেরাম –এখানে কোনটি ঘটেছে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক ব্যঞ্জন বিকৃতি খ পরাগত
গ স্বরাগম ঘ অসমীকরণ গ

৩২. 'স্নান > সিনান' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া? [Janata Bank Executive Officer : 2017]
ক বিপ্রকর্ষ খ ধ্বনিলোপ
গ সমীভবন ঘ স্বরসংগতি ক

৩৩. 'ফাল্গুন > ফাগুন'- এর উদাহরণ। [BKB Officer- 2017]
ক ব্যঞ্জন বিকৃতি খ ব্যঞ্জনচ্যুতি
গ অন্তর্হতি ঘ অভিশ্রুতি গ

৩৪. নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ? [জবি (ঘ-ইউনিট): ২০১৬-১৭]
ক স্ত্রী > ইস্ত্রী খ স্বপ্ন > স্বপন
গ ভাগ্য > ভাইগ্য ঘ পূজা > পূজো গ

৩৫. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী- '১৪; ৭ম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা- ২০০১]
ক পিশাচ > পিচাশ খ জন্ম > জম্ম
গ ফাল্গুন > ফাগুন ঘ শরীর > শরীল ঘ

৩৬. কোনটি 'বিষমীভবন' এর উদাহরণ? [জবি (ঘ- ইউনিট) : ২০১৬-১৭]
ক লাফ > ফাল খ লাল > নাল
গ কবাট > কপাট ঘ লগ্ন > লগ্‌গ খ

৩৭. নিচের কোনটিতে মধ্য-স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে? [জবি (ঘ- ইউনিট): ২০১৪-১৫]
ক ফিল্ম > ফিলিম খ সত্য > সত্যি
গ স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ শিকা > শিকে ক

৩৮. পূর্বধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব- রেজিস্ট্রার- ২০১৮]
ক পরাগত সমীভবন খ অন্যান্য
গ স্বরলোপ ঘ প্রগত সমীভবন ঘ

৩৯. 'স্কুল' শব্দটিকে 'ইস্কুল' উচ্চারণে ধ্বনির এ পরিবর্তনকে বলা হয়– [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (গ ইউনিট) : ২০০৭-০৮]
ক আদি স্বরাগম খ বিপ্রকর্ষ
গ পরাগত ঘ অপিনিহিত ক

৪০. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র– [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০৮-০৯]
ⓚ স্বরভক্তি ⓚ স্বরসংগতি
ⓖ অপিনিহিতি ⓖ অভিশ্রুতি ● ক

ক) স্বরভক্তি খ) স্বরসংগতি
গ) অপিনিহিতি ঘ) অভিশ্রুতি — **উত্তর: ক**

৪১. আশু > আউশ- এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ? [সহকারী ভূতত্ত্ববিদ : ২০০৬]
ক) অপিনিহিতি খ) সমীভবন
গ) বিপ্রকর্ষ ঘ) বর্ণ বিপর্যয় — **উত্তর: ক**

৪২. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসংগতি হয়? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার : ২০১২]
ক) পরাগত খ) মধ্যগত
গ) প্রগত ঘ) অন্যান্য — **উত্তর: গ**

৪৩. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক: ২০১৩]
ক) আজি → আইজ খ) পিশাচ → পিচাশ
গ) পাকা → পাক্কা ঘ) স্কুল → ইস্কুল — **উত্তর: খ**

৪৪. বাক্স > বাস্ক হওয়ার রীতিকে বলা হয়– [জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ ইউনিট): ২০০৮-০৯]
ক) ধ্বনি বিপর্যয় খ) ধ্বনিসাম্য
গ) ধ্বনিলোপ ঘ) ব্যঞ্জনাগম — **উত্তর: ক**

৪৫. অনুশাসন শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ– [পূবালী ব্যাংক (সিনিয়র অফিসার): ১৭]
ক) ওনুশাশোন খ) অনুশাশন
গ) ওনুশাশন ঘ) অনুশাশোন — **উত্তর: ক**

৪৬. 'অধ্যাপক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ- [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (খ ইউনিট) : ১৭-১৮]
ক) অদ্‌ধাপক খ) অদ্‌ধাপোক
গ) ওদ্‌ধাপোক ঘ) ওধ্‌ধাপোক্ — **উত্তর: গ**

৪৭. জয়ধ্বনি শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [জুনিয়র অডিটর পদে পরীক্ষা : ১৯]
ক) জয়দ্‌ধোনি খ) জয়োদ্‌ধোনি
গ) যয়োদ্‌ধোনি ঘ) যয়োদ্‌ধনি — **উত্তর: খ**

৪৮. নিচের কোনটি গ্রীষ্ম-এর সঠিক উচ্চারণ? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী পরিচালক: ১৮]
ক) গ্রিশ্‌শোঁ খ) গ্রিশ্‌সো
গ) গ্রিসশো ঘ) গ্রিষশোঁ — **উত্তর: ক**

৪৯. অধ্যাবসায়-এর সঠিক উচ্চারণ– [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সঞ্চয় অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: '১৭]
ক) ওধধোবশায় খ) অদ্‌ধোবশায়
গ) ওদ্‌ধোবশায় ঘ) ওদ্‌ধবসায় — **উত্তর: গ**

৫০. নিচের কোনটি অধিকতর এর সঠিক উচ্চারণ? [পূবালী ব্যাংক জুনিয়র অফিসার: ২০১৭]
ক) অধিকতরোও খ) অধিকোতরো
গ) অধিকতরও ঘ) অধিকোত্তরোও — **উত্তর: খ**

Class Test

১. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-
ক) স্বরভক্তি খ) স্বরসংগতি
গ) অপিনিহিতি ঘ) অভিশ্রুতি

২. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?
ক) স্বরাগম খ) বিপ্রকর্ষ
গ) অপিনিহিতি ঘ) অভিশ্রুতি

৩. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?
ক) পরাগত খ) মধ্যগত
গ) প্রগত ঘ) অন্যান্য

৪. ক্লাশ > কিলেশ, প্রীতি > পিরীতি, গ্লাস > গেলাস এগুলো কিসের উদাহরণ?
ক) অপিনিহিতি খ) আদি স্বরাগম
গ) মধ্য স্বরাগম ঘ) অন্ত্য স্বরাগম

৫. 'কাঁদনা' > কান্না'- কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
ক) অভিশ্রুতি খ) অপিনিহিতি
গ) সমীভবন ঘ) বিষমীভবন

৬. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক) আজি > আইজ খ) পিশাচ > পিচাশ
গ) পাকা > পাক্কা ঘ) স্কুল > ইস্কুল

৭. কোনটি বিষমীভবন এর উদাহরণ?
ক) অঙ্ক > আঁক খ) লাল > নাল
গ) কাচ > কাঁচ ঘ) পুথি > পুঁথি

৮. 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-
ক) ধ্বনি বিপর্যয় খ) বর্ণদ্বিত্ব
গ) অন্তর্হতি ঘ) বর্ণলোপ

৯. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ–
ক. সৃতিশোউধ্ খ) সৃতিসোউধো
গ. সৃঁতিশোউ্ধো ঘ) সৃঁতিশোউধ্

১০. 'সমাবর্তন' শব্দে কয়টি অক্ষর?
ক) সাত খ) ছয়
গ) পাঁচ ঘ) চার

উত্তরমালা

১	ক
২	গ
৩	গ
৪	খ
৫	গ
৬	খ
৭	খ
৮	গ
৯	গ
১০	ঘ